বাংলাদেশে সেনা মোতায়েন ও একটি আশঙ্কা

– আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন

অবশেষে তাই হলো । আর্মি রাস্তায় নেমে এলো । অনেক দিন যাবৎ অলোচনা হচ্ছিলো । এ ছাড়া কিই বা করতে পারতো এ সরকার । বিগত সরকারের ৫ বৎসর কারনে অকারনে আন্দোলনে ব্যস্ত থাকায় বর্তমান ক্ষমতাশীন দল একদিনের জন্যেও দলীয় কর্মকান্ড বা দলীয় শৃংখলার দিকে নজর দেওয়ার সময় পায়নি । তারপর ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে একটা অদ্ভুদ ঐক্য করার মাধ্যমে চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়, যারই ফলশ্রুতিতে হাবলু মোল্লারা বাংলাদেশের মন্ত্রীত্ব পায়। পরে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আরো একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী ক্ষমতার কাছাকাছি চলে আসে, ফলে পুলিশ যাকে খুঁজছিলো গ্রেফতারের জন্যে, তারই নিরাপত্তা দিতে হিমশিম খেতে হয়। সরকার হাবলু মোল্লাকে মন্ত্রী রেখেই তার ছেলেকে ধরে, ধরে পিন্টুকে - যা ছিল সত্যিই চমৎকার খেলা। সাধারন মানুষকে বোকা বানানো গেলেও প্রকৃত অবস্থা এতো খারাপ হয়ে যায় যে, সরকারের শীর্ষ মহলের পক্ষে দলীয় কর্মীদের নিয়ন্ত্রন করার মতো আর কিছুই করনীয় থাকে না ।

কথা হচ্ছে, এ অবস্থা হলো কি করে। সবাই জানেন যে, এ অবস্থা হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। তবে প্রথম থেকে চেষ্টা করলে হয়তো এ রকম অবস্থা হতো না। যেমন, বাংলাদেশের পুলিশ সম্পর্কে সবাই জানেন, তবে এদের বিষয়ে গত এক বৎসর ভাবা হয়নি কেন ? পাঠক যদি মনে করতে পারেন, প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার পরপরই পুলিশকে মুক্ত সনদপত্র দিয়ে বলেছে - পুলিশ যা করছে ঠিক অছে । এর কারন হচ্ছে সে সময় কোহিনুর মিয়ারা বিরোধীদলকে পিটিয়ে তাদের বীরত্ব দেখিয়েছিল। দুর্ভাগ্য যে, প্রধানমন্ত্রী একবারও ভাবেনি পুলিশের কাজ বিরোধীদল দমন নয় । যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বুয়েটে পুলিশ যে বীরত্ব দেখিয়েছে, তারপরও কি বলা যাবে তারা ব্যর্থ । লক্ষ্যনীয় যে,কারা পুলিশকে চালাচ্ছে, কি উদ্দেশ্যে চালাচ্ছে।

সেনাবাহিনী কি পরিস্থিতিতে নামলো, তা সরকারী ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যাচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক কথা থেকে জানা যায়, বিরোধীদল পরিকল্পিতভারে এ সন্ত্রাস করছে । ঠিক তারপরই সেনা মোতায়েন, এর অর্থ কি কথিত পরিকল্পনাকারীদের বিরূদ্ধেই এ পদক্ষেপ। কিন্তু প্রথম চারদিনে দেখা গেল, সরকারীদলের লোকজনকেই ধরা হচ্ছে । মানুষ আশাবাদী হলো, কিন্তু চতুর্থদিনই ধরা হলো কয়েকজন নেতাকে যাদের সম্পর্কে কোন সন্ত্রাসের অভিযোগ নেই। তবে কি এরাই প্রধানমন্ত্রীর কথিত সেই পরিকল্পনা কারীরা । তাহলে সরকারীদলের লোকজনকে কেন ধরা হলো, কেনই বা চারজনকে হত্যা করা হলো। প্রশ্ন এসে যায় ক্রমাগত ।

এখানে একটা কথা না বল্লেই নয়। "ঘর পোঁড়া গরু সিদুঁরে মেঘে ভয় পায়", তেমনি সামরিক শাসনের সুবিধাভোগীরা ক্ষমতায় বসে যখন সেনাবাহিনী নাড়াচাড়া করেন, তখন ভয় হয় বৈকি। দীর্ঘ এক বৎসর পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার পর যখন প্রমানকরার চেষ্টা করা হয় পুলিশ ব্যর্থ, তখন মনে পড়ে ১৯৮২ সালের কথা, তখনও একই কথা বলা হয়েছিল।

এখন কথা হচ্ছে সামরিক বাহিনী কিভাবে আইন শৃংখলার উন্নতি করবে । বলা হচ্ছে তারা পুলিশকে সহায়তা কররে । বাস্তবে ঠিক তেমনটা দেখা যাচ্ছে না, তারা নিচেই উদ্যেগী হয়ে লোকজনকে ধরছে, পিটাচ্ছে, মেরে ফেরছে। হাজার হাজার লোক ধরা হয়েছে, তার মধ্যে শীর্ষ সন্ত্রাসী একজনও নেই, শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা আছে, আছে রিক্সাওয়ালা, দিন মজুর । এর কারন যার কাজ তারই সাজে অন্যের লাঠি বাজে। এটা পুলিশের কাজ, অন্য কারো নয়। এটা নিশ্চয় সবাই স্বীকার করবেন যে, সাবের চৌধুরী বা শেখ সেলিমকে ধরার জন্যে সেনাবাহিনীর দরকার নেই। এটা ইতোমধ্যে ম.খা আলমগীর ও বা. উ. নাসিমের ঘটনা থেকে প্রমানিত।

অনেকে আবার সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। হাসবো না কাঁদবো । বাংলাদেশের ৩১ বৎসরের জীবনের একটা বড় অংশ কাটিয়েছে সেনাশাসনের অধীনে আর যার ফল হচ্ছে এ ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়। এরপরও যদি কেহ সেনাশাসনের মতো বর্বর আর অসভ্য শাসনের স্বপ্ন দেখেন, তবে তারা হয় সেনাশাসনের উচ্ছিষ্টভোগী অথবা নিরেট ।

ই-মেলা সহ কয়েকটা ওয়েবসাইট সেনাবাহিনী মোতায়েনকে স্বাগত জানিয়ে স্বপক্ষের মতামত প্রচার করছে। সত্যিই এ ধরনের মানুষের জন্যে মায়া হয়। সরকারদলের সমর্থক হলেও এদের বিবেক কিছুটা হলেও অবশিষ্ট থাকার কারনে যে কোন ব্যতিক্রমী কাজ থেকে মনের সান্তনা পেতে চায়। বিশেষ করে ই-মেলা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মিসট্রেসকে সবকিছুর উর্ধ্বে রাখার আপ্রান চেষ্টা খুবই চমৎকার লেগেছে। হায় আনুগত্য! আর এদের জন্যেই খালেদা- হাসিনা বাংলাদেশের অধিপতি, আর সবাই প্রজা। দয়া করে আপনাদের বালখিল্যতা বন্ধ করুন, নয়তো লজ্জায় মুখ লুকানোর যায়গা খুঁজে পাবেন না ।

গত এক সপ্তাহের অবস্থা আর অতীত ইতিহাস থেকে এটা বাজী রেখে বলা যায় যে, এ অভিযান হবে পর্বতের মুষিকা প্রসব। তারপর কি? তবে কি বাংলাদেশ পাকিস্থান মডেল গ্রহন করতে যাচ্ছে। নাওয়াজ শরীফের শাসনামলের শেষভাগে করাচীকে সীমিত সেনা শাসন জারী করা হয়েছিল টেস্ট কেস হিসাবে, তখন বেনজীর ভূট্টো অভিনন্দন জানিয়ে মিষ্টি বিতরন করে ছিলেন। এখন কোথায় বেনজীর, কোথায় শরীফ।

বাংলাদেশের প্রধান দলদুটির পরস্পারিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে কি এ ধরনের আশংখা করা খুবই অমূলক হবে। বাংলাদেশের বর্তমান ঘটনা প্রবহে যারা দুঃখিত অথবা আনন্দিত, সবাইকে বলি ঈশান কোনের মেঘের দিকে লক্ষ্য রাখুন ।